কলকাতার উচ্চ আদালতে
দেওয়ানী আপীল এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থাপন:

মাননীয় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক

২০১৬ সালের এফএমএ ২৯৪৮
গোসাই কোনরা ও অন্যান্য
বনাম
এইচডিএফসি ইআরজিও জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য

আপীল দাবীদারদের জন্য	:	শ্রী উদয় শংকর চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী শ্রী সুমন শংকর চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী শ্রীমতী ত্রিশা রক্ষিত, আইনজীবী শ্রী সান্তনু মাজি, আইনজীবী শ্রী গৌরব দাস, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্য ১ নং- বীমা কোম্পানি	:	শ্রী রাজেশ সিং, আইনজীবী
শুনানি	:	১৭.০১.২০২৩,৩১.০১.২০২৩
রায়দান	**:**	**০৩.১০.২০২৩**

বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক,:-

১. এই আপিলটি ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখে মাননীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারক-কাম-বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, ফাস্ট ট্র্যাক, ২য় আদালত, বর্ধমান দ্বারা এম.এ.সি. কেস নং ২১/২০১৪-এর রায় এবং পুরস্কারের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, যা মোটর গাড়ি আইন, ১৯৮৮-এর ১৬৩এ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা দাবি আবেদনটি খারিজ করেছে।

২. মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো যে ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে, প্রায় বিকেল ৫:০০ টায়, যখন ভুক্তভোগী রাস্তার কাঁচা অংশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ডাব্লিউবি ৪১জি-৫০৮৫ (ট্র্যাক্টর) রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত গাড়িটি দ্রুত এবং অবহেলাজনকভাবে চালিত হয়ে ভুক্তভোগীকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে তার শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ভুক্তভোগীর হঠাৎ মৃত্যুর কারণে, আবেদনকারীরা, যারা ভুক্তভোগীর পুত্র ও

কন্যা, মোটর গাড়ি আইন, ১৯৮৮-এর ১৬৩ক ধারা অনুযায়ী ৩,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন দাখিল করেন।

৩. তাদের মামলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবেদনকারীরা দুইজন সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং প্রদত্ত নথিপত্রকে প্রমাণ হিসেবে **প্রদর্শ -১** থেকে **৯** পর্যন্ত চিহ্নিত করেন।

৪. প্রতিপক্ষ নং ১, বীমা কোম্পানি, কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

৫. আপিলের নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও, প্রতিপক্ষ নং ২, অভিযুক্ত গাড়ির মালিকের পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি।

৬. নথিতে থাকা উপাদান এবং আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রমাণ বিবেচনা করে, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের মোটর গাড়ি আইন, ১৯৮৮-এর ১৬৩এ ধারা অনুযায়ী দাখিল করা দাবি আবেদনটি খারিজ করেছেন।

৭. মাননীয় ট্রাইব্যুনালের রায় ও পুরস্কার দ্বারা ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারীরা বর্তমান আপিলটি দাখিল করেছেন।

৮. আবেদনকারীদের পক্ষে মাননীয় আইনজীবী মি. উদয় শংকর চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপন করেন যে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল ভুল করেছেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়িটি যুক্ত ছিল না এবং আবেদনকারী নং ১ ও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যাদের দুজনই অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মোটর গাড়ি আইনের ১৭০ ধারায় অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও, বীমা কোম্পানি অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে আবেদনকারীদের মামলা খণ্ডন করার জন্য কোনো সাক্ষ্য প্রদান করেনি। উল্লেখিত শর্তে বীমা কোম্পানি যখন এই ধরনের পদক্ষেপ নেয় না, তখন ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়টি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তার বক্তব্যকে সমর্থন

করতে, তিনি এই আদালতের ***দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো লিমিটেডবনাম মিতা সামন্ত ও অন্যান্য***[১] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেন।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে, আবেদনকারীদের পক্ষে মাননীয় আইনজীবী শ্রী চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপন করেন যে, ভুক্তভোগীর আয় মাসে ৩,৩০০ টাকা হিসেবে দাবি করা হয়েছে, যা সবজি বিক্রি থেকে আসে এবং এই দাবি মৌখিক সাক্ষী পি.ডব্লিউ.১, মৃত-ভুক্তভোগীর পুত্র, দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এছাড়াও, দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর তিনজন নির্ভরশীল থাকায়, ব্যক্তিগত ও জীবিকা ব্যয়ের জন্য ১/৩ অংশ কাটছাঁট হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার সময় মৃতের বয়স ছিল ৫৩ বছর এবং তিনি স্ব-কর্মসংস্থান ছিলেন, ফলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য ভুক্তভোগীর বার্ষিক আয়ের ১০% পরিমাণ দাবি করার অধিকার আবেদনকারীদের রয়েছে। উপরোক্ত উপস্থাপনার আলোকে, তিনি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের খারিজের আদেশটি বাতিল করে আবেদনকারীদের পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রার্থনা করেন।

৯. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিগুলির জবাবে, প্রতিপক্ষ নং ১-বীমা কোম্পানির পক্ষে মাননীয় আইনজীবী মি. রাজেশ সিং উপস্থাপন করেন যে পি.ডব্লিউ.১, গোসাই কনরা (তথ্য প্রদানকারী) লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন যে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বর তিনি দেখতে পারেননি কারণ এটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, যেহেতু তারা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই বিষয়টি তার ঘটনাস্থলের নিকটে উপস্থিতি নির্দেশ করে। তবে, তার সাক্ষ্যে তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন, যা তাকে অবিশ্বস্ত সাক্ষী করে তোলে। জেরা পর্বে, সাক্ষী পি.ডব্লিউ.১ উল্লেখ করেন যে

---

১ (২০১০) ১ ডাব্লুবিএলআর (ক্যাল) ১৩৭

দুর্ঘটনার পরের দিন বাপি কনরা এবং ধনঞ্জয় কনরা তাকে গাড়ির নম্বরটি জানান। তবে পরের দিন দাখিলকৃত এফআইআরে গাড়ির নম্বরটি উল্লেখ করা হয়নি। দুর্ঘটনার দেড় মাস পরে অভিযুক্ত গাড়িটি আটক করা হয়। এই তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য গাড়িটি কল্পনা করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ দাখিলের আগে তাদের কাছে গাড়ির নম্বরটি থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ না করার কোনো ব্যাখ্যা আবেদনকারীরা প্রদান করেননি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ***অনিল ও অন্যান্য বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কো. লিমিটেড ও অন্যান্য***[২] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি উপস্থাপন করেন যে যখন বাস্তবিক বিষয়গুলি দেখায় যে মামলাটি নির্লজ্জভাবে মিথ্যা, তখন আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত নয়। উপরোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে, তিনি উপস্থাপন করেন যে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের দাবি আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে বহাল থাকা উচিত।

১০. উভয় পক্ষের মাননীয় আইনজীবীদের বক্তব্য শুনে, যে একমাত্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য সামনে এসেছে তা হলো ঘটনাস্থলে সংশ্লিষ্ট তারিখে অভিযুক্ত গাড়িটি দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল কি না।

১১. গাড়িটির জড়িত থাকার প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য, আবেদনকারীরা আবেদনকারী নং ১ গোসাই কনরা, যিনি তথ্য প্রদানকারী এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী ধনঞ্জয় কনরাকে সাক্ষ্য দেন। যদিও পি.ডব্লিউ.১ গোসাই কনরা তার প্রাথমিক সাক্ষ্যে গাড়িটির জড়িত থাকার কথা বলেছেন, তিনি তার প্রাথমিক সাক্ষ্য ও জেরা পর্বে স্বীকার করেন যে তিনি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি। এছাড়াও, পি.ডব্লিউ.১-এর (তথ্য প্রদানকারী) সাক্ষ্য এবং তার এফআইআরে ঘটনাস্থলে উপস্থিতি

---

২ (২০১৮) ২ এসসিসি ৪৮২

সংক্রান্ত বিবৃতির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, যা তাকে অবিশ্বস্ত সাক্ষী করে তোলে। সুতরাং, অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে তার সাক্ষ্য অপ্রাসঙ্গিক। জেরা পর্বে, সাক্ষী উল্লেখ করেন যে দুর্ঘটনার পরের দিন বাপি কনরা এবং ধনঞ্জয় কনরা তাকে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরটি জানান এফআইআর দাখিলের আগে। আরও তিনি উল্লেখ করেন যে বাপি কনরা এবং ধনঞ্জয় কনরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তারা গাড়ির নম্বরটি একটি কাগজে লিখে তাকে দেখান। এছাড়াও, তিনি জেরা পর্বে উল্লেখ করেন যে এফআইআর দাখিলের সময় তিনি অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরটি লেখককে বলেছিলেন। লিখিত অভিযোগ খসড়া করার পর এটি তাকে পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয় এবং তিনি বিষয়বস্তু বুঝে তাতে স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট যে তথ্য প্রদানকারী (পি.ডব্লিউ.১) এফআইআর দাখিলের আগে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বর সম্পর্কে জানতেন, যা বাপি কনরা এবং ধনঞ্জয় কনরা তাকে জানিয়েছিলেন, যারা তার মতে ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন। সাক্ষী লেখককে গাড়ির নম্বরটি জানান এবং লেখক লিখিত অভিযোগের বিষয়বস্তু পড়ে শোনান। উল্লেখযোগ্য যে লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কোনো প্রমাণ নেই যে লিখিত অভিযোগের বিষয়বস্তু পড়ে ও ব্যাখ্যা করার পর তথ্য প্রদানকারী কোনো আপত্তি করেছিলেন বা লেখককে গাড়ির নম্বরটি অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছিলেন। এছাড়াও আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়নি যে লেখক নিজের ইচ্ছায় লিখিত অভিযোগটি খসড়া করেছিলেন। সাক্ষীর সাক্ষ্যে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই যে গাড়ির নম্বরটি এফআইআরে

কেন নেই, যদি তিনি তা জানতেন এবং এফআইআর দাখিলের আগে লেখককে বলেছিলেন। সুতরাং, এটি প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বরটি লিখিত অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য তথ্য প্রদানকারী কোনো ব্যাখ্যা দেননি, যদিও পি.ডব্লিউ.১-এর (তথ্য প্রদানকারী) সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে তিনি এফআইআর দাখিলের আগে এটি জানতেন। পি.ডব্লিউ.২ ধনঞ্জয় কনরা যদিও তার প্রাথমিক সাক্ষ্যে অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার কথা বলেন, তবে তিনি তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেননি যে তিনি গাড়ির নম্বরটি লিখেছিলেন এবং এটি পি.ডব্লিউ.১ (তথ্য প্রদানকারী) কে দেখিয়েছিলেন, যা পি.ডব্লিউ.১ দাবি করেছেন। পি.ডব্লিউ.১ লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেননি যে এই সাক্ষী তাকে গাড়ির জড়িত থাকার তথ্য দিয়েছিলেন, যা ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি এবং গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে তার সাক্ষ্যকে সন্দেহজনক করে তোলে। জেরা পর্বে, সাক্ষী অভিযুক্ত গাড়ির নম্বর প্লেটটি সাদা এবং তাতে কালো নম্বরের কথা উল্লেখ করেছেন, যা সাধারণত ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে হয়। এই বিষয়টি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনাটি ঘটার দেড় মাস পর অভিযুক্ত গাড়িটি আটক করা হয়েছে, যা এই মামলার প্রেক্ষাপটে গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করে।

১২. *মিতা সমন্ত (উপরোক্ত)*-তে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, আবেদনকারীদের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি প্রদান করেন যে, মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৭০ অনুসারে সমস্ত বিষয়ের উপর যুক্তি প্রদানের অনুমতি নেওয়ার

পরও, বীমা কোম্পানি গাড়ির মালিক বা চালকের পক্ষ থেকে গাড়ির অ-জড়িত থাকার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে আবেদনকারীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। *মিতা সমন্ত (উপরোক্ত)*-তে, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল এবং তার বক্তব্য অবিশ্বাস করার কোনও যৌক্তিক কারণ ছিল না। তবে এই মামলার প্রসঙ্গে, পি.ডব্লিউ.২ ধনঞ্জয় কনরা, যিনি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দাবি করেছেন, তার সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই, *মিতা সমন্ত (উপরোক্ত)* সিদ্ধান্তটি এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। *অনিল (উপরোক্ত)*-এর উপর নির্ভর করে উত্তরদাতা নং ১-বীমা কোম্পানির আইনজীবী শ্রী সিংহের বক্তব্যে আমি যুক্তি খুঁজে পাই।

১৩. উপরোক্ত প্রেক্ষিতে, আপিলটি খারিজ করা হলো। আবেদন খারিজের বিষয়ে সম্মানিত ট্রাইব্যুনালের আদেশটি বহাল থাকলো। খরচ বিষয়ে কোনও আদেশ নেই।

১৪. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হলো।

১৫. যে কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হলো।

১৬. এই রায়ের একটি কপি নিম্ন আদালতের নথিপত্র সহ সম্মানিত ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হোক তথ্যের জন্য।

১৭. এই রায়ের একটি জরুরি প্রত্যয়িত কপি, যদি আবেদন করা হয়, সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে প্রদান করা হোক।

(বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly